শিশু-খাদ্য বিষয়ক আইন (আই এম এস অ্যাক্ট) *অনুযায়ী* কী কী নিষিদ্ধ

আই এম এস অ্যাক্টের প্রয়োজন কেন?

বেবিফুড (গুঁড়ো দুধ) এবং শিশু-খাদ্য বিক্রির জন্য বাজার দখলের উদ্দেশ্যে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের কারসাজির মাধ্যমে কোম্পানি যে সব অসদুপায় অবলম্বন করে তাতে বিভ্রান্ত হয় বলে মানুষের মধ্যে স্তন্যপানের আগ্রহ কমে যায়। এবং ফলে শিশুর অসুস্থতা, মৃত্যু এবং অপুষ্টি বাড়িয়ে দেয়। আমরা এও জানি যে আমাদের দেশে বেবিফুড শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি এবং আরো মৃত্যু ডেকে আনার একটা নিশ্চিত প্রক্রিয়া। এটা যে একটা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য-বিষয়ক গুরুতর সমস্যা সেটা বুঝতে পেরে ভারত সরকার ১৯৯২ সালে '*ইনফ্যান্ট মিল্ক সাবস্টিট্যুস্, ফিডিং বটল্স অ্যান্ড ইনফ্যান্ট ফুড (রেগুলেসন অফ প্রোডাকসন, সাপ্লাই অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউসন) অ্যাক্ট, ১৯৯২*'(আই এম এস অ্যাক্ট) নামে একটি আইন প্রনয়ন করে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল ইনফ্যান্ট মিল্ক সাবস্টিট্যুটস্ (যাকে আমরা সোজা কথায় বেবিফুড নামে বাজারে বিক্রিত গুঁড়ো দুধকে বলি), ফিডিং বোটল্স (শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য যা বাজারে বিক্রি হয়) এবং ইনফ্যান্ট ফুড (যা বিভিন্ন নামে বিশেষ ভাবে শিশুদের খাওয়ানোর জন্য কোম্পানি বাজারে বিক্রি করে) – এ সবের তৈরি, বিতরন এবং পরিবেশনের উপর আইনি নিয়ন্ত্রন। এই আইনকে সংক্ষেপে বলা হয় আই এম এস অ্যাক্ট, এবং আমরা এ নামেই এই আইনকে উল্লেখ করে থাকি।

আই এম এস অ্যাক্ট থাকা সত্বেও বেবিফুড তৈরির কোম্পানিগুলো এই আইনের নানান ধরনের ছিদ্রপথ খুঁজে বের করে তাদের তৈরি উপরোক্ত নিষিদ্ধ শিশু-খাদ্য বিক্রির প্রয়াস নানাভাবে চালিয়েই যাচ্ছে এবং মায়ের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দিয়ে স্তন্যপান এবং বাড়ির তৈরি স্বাভাবিক খাদ্য শিশুকে দেওয়ার বৈজ্ঞানিক প্রথাকে ব্যাহত করছে।

আই এম এস অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৩ -কে বিপিএনআই খুব ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করেছে এবং প্রত্যেকের সুবিধার জন্য এই আইনে কী কী বিধি-নিষেধ আছে তা খুব সহজ ভাবে নিম্নলিখিত পর্যায়ে উপস্থাপন করেছে।

১। দুই বছরের শিশুর খাদ্য হিসাবে সমস্ত ধরনের বেবিফুডের ব্যবহারের বা বিক্রি বাড়াবার জন্য বেবিফুড তৈরির কোম্পানির যে কোনো প্রচেষ্টা

এ ধরনের প্রচেষ্টাকে ইংরাজিতে বলা হয় প্রোমোশন যার আইনি ব্যাখ্যা হল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনো লোককে এ সমস্ত খাবার কিনতে বা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা। প্রায়ই কোম্পানিগুলো সরাসরি পরিবারের কাছে বা ডাক্তারদের অথবা স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে এ সব ব্যবহারে জন্য প্ররোচিত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় প্রয়োজন - অপ্রয়োজনের কথা বিবেচনা না করে কোনো কোনো ডাক্তার এ সমস্ত খাবার লিখে (প্রেসক্রাইব) দেন।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী দু বছরের নিচের শিশুর ক্ষেত্রে কোম্পানিদের এ ধরনের প্রমোশন একেবারে নিষিদ্ধ।

২। গণ-মাধ্যমে বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনের সাহায্যে প্রচার করাটা সব চাইতে চালু প্রথা এবং এটা করা হয় পত্র - পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে। এ সব বিজ্ঞাপনে এমন সব মানসিক চাঞ্চল্যকর কথা লেখা থাকে যে মায়েরা এ সব পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে শিশুদের এ সব খাদ্য দিতে শুরু করে।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী নিম্নলিখিত সমস্ত ধরনের বিজ্ঞাপন পুরোপুরি নিষিদ্ধ–

- লিখিত মাধ্যম - যেমন, খবরের কাগজ, পত্রিকা, পথে-ঘাটে বড় বড় বিজ্ঞাপনের বোর্ড (বিলবোর্ড),বিতরনের জন্য ছোট

ছোট কাগজে লেখা বিজ্ঞপ্তি (প্যামফ্লেট) ইত্যাদি।

- বৈদ্যুতিন মাধ্যম - যেমন, টেলিভিশন, কেবল্ টেলিভিশন, এস এম এস, রেডিও ইত্যাদি।
- অথবা অন্য যে কোনো ভাবে।

৩। মায়েদের এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপহার দেওয়া ও বিনামূল্যে শিশুখাদ্যের নমুনা (স্যাম্পেল) বিতরন

মায়েদের মনকে প্রভাবিত করার আরেকটা উপায় হল মায়েদের ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপহার দেওয়া এবং বিনামূল্যে শিশুখাদ্যের নমুনা বিতরন করা; একটা বেবিফুড, ফিডিং বটল্ বা শিশুখাদ্য কিনলে সঙ্গে বিনামূল্যে সাবান /বাটি ইত্যাদি দেওয়া। এ ভাবে বিনা পয়সায় জিনিস পাওয়ার লোভ স্তন্যপানের স্বাভাবিক প্রবনতাকে ব্যাহত করে এবং নিত্য - নতুন এই সবের ব্যবহারের ক্রেতা তৈরি করে।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী নিষিদ্ধ:

- গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যপান করানো মা, ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্যদের কোনো উপহার দেওয়া বা বিনা মূল্যে নমুনা বিতরন
- চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা অন্যভাবে গর্ভবতী মহিলা বা সন্তানের মায়েদের সঙ্গে হাসপাতালে, বাড়িতে, হাট-বাজারে যোগাযোগ করা।

৪। বিনামূল্যে শিক্ষামূলক জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি বা বেবিফুড বিতরন করা

শিক্ষামূলক কোনো কিছু যা কোম্পানি সরাসরি নিজেরা তৈরি করে বা অন্য কাউকে তৈরির জন্য অনুদান দেয় – তার বেশির ভাগই বিভ্রান্তিকর তথ্যে ভরা থাকে এবং স্তন্যপানের গুনাবলী চাপা পড়ে যায়।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বেবিফুড, শিক্ষামূলক কিছু এবং যন্ত্রপাতি হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদিতে বা সরাসরি মায়েদের বিনামূল্যে বিতরন করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

৫। বেবিফুডের কৌটোর বা প্যাকেটে মা বা শিশুর ছবি

কোম্পানিগুলো তাদের তৈরি কৌটোর বা প্যাকেটের গায়ে প্রায়ই পুতুল-ভাল্লুক (টেডি বিয়ার), পাখি, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং তাতে এমন সব কথা লেখা থাকে যাতে মনে হয় যে এই সব বেবিফুড অত্যন্ত উপকারি। খুব স্বাস্থ্যবান শিশুর ছবি বা উপরোক্ত নানান ধরনের ছবি মায়েদের মন আকর্ষিত করে। কৌটোর গায়ের এ সব ছবি মায়েদের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সত্য-তথ্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বেবিফুডের কৌটোর গায়ে মা বা শিশু অথবা টেডি বিয়ার ইত্যাদির ছবি লাগান নিষিদ্ধ।

৬। অনেক সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের সেতু হিসাবে ব্যবহার করে কোম্পানি মায়েদের কাছে পৌছায়।

প্রায়ই দেখা যায় ডাক্তাররা যাতে বিভ্রান্ত হয়ে মায়েদের বেবিফুড খাওয়ানোর পরামর্শ দেন, সে জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ বিতরনের নামে কোম্পানিগুলো ভুল ও আজেবাজে কথা লেখা কাগজ-পত্র অন্যান্য জিনিস তাঁদের দেয়।

শিশুখাদ্য উৎপাদক কোম্পানি ডাক্তারদের কনফারেন্স, মিটিং, গবেষণা, এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজকর্মের জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। হাসপাতালে এবং ওষুধের দোকানে হোর্ডিং (সাইন বোর্ড) লাগানোর জন্য টাকা দেওয়াটাও একটা কায়দা।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের নিম্নলিখিত কাজগুলি নিষিদ্ধ –

- হাসপাতাল, নার্সিং হোম ইত্যাদিতে পোষ্টার, সাইন বোর্ড, ইত্যাদি লাগানো, বেবিফুড খাওয়ানোকে উৎসাহিত করে এমন জিনিসপত্র হাসপাতল বা ওষুধের দোকানে বিতরন।
- হাসপাতাল কর্মী বা তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের কোম্পানির দ্বারা টাকা-পয়সা বা কোনো ধরনের উপহার দেওয়া।
- সেমিনার, মিটিং, কনফারেন্স, পড়াশোনা বা ট্রেনিং, ফেলোশিপ, গবেষণার কাজকর্ম, অথবা অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজের জন্য আর্থিক অনুদান।

৭। বেবিফুডের বিক্রি বাড়াবার জন্য কোম্পানির নিজেদের কর্মীদের কমিশন দেওয়া

প্রায়ই দেখা গেছে যে বিক্রি বাড়াবার জন্য একটা বিক্রির ন্যূনতম মাত্রা (সেল্‌স টার্গেট) ঠিক করে সেটা পূরণ করার জন্য নিজেদের কর্মীদের চাপ দেয় অথবা বিক্রির পরিমানের উপর কমিশন দেয়।

এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বিক্রির পরিমানের উপর কোম্পানির তাদের নিজেদের কর্মীদের কমিশন দেওয়া নিষিদ্ধ।

আপনার কিছু কর্তব্যের ধারনা

কোম্পানিগুলোর কাজকর্মের উপর নজর রাখুন:

- কোম্পানিদের কাজের ধরনের উপর কড়া নজর রাখুন এবং যে কোনো রকমের আইন ভঙ্গের কাজ দেখলে স্থানীয় বিধানসভার সদস্য, সংসদ সদস্যের কাছে জানান, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রককে (মিনিস্ট্রি অফ্ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট) লিখিত ভাবে জানান।
- যদি কেবল্ টিভিতে এই আইন ভঙ্গকারি কিছু দেখেন তবে কেবল অপারেটরকে তা দেখানো বন্ধ করতে বলুন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কমিশনার অফ্ পুলিশকে লিখিত ভাবে জানান।
- আইন ভঙ্গকারি কোম্পানিদের কাছে তাদের কাজ-কর্মের বিরোধিতা করে চিঠি লিখে একটি প্রতিবাদি প্রক্রিয়া চালু করুন।

কিছু জরুরি ঠিকানা:

১। মিনিস্ট্রি অফ্ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট
এ উইং, শাস্ত্রি ভবন, নিউ দিল্লি- ১১০০০১

২। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ্ হেল্থ সার্ভিসেস, মিনিস্ট্রি অফ্ হেল্থ,
নির্মান ভবন, নিউ দিল্লি- ১১০০০১

রাজ্যস্তরের কয়েকটি ঠিকানা:

১। স্টেট মিনিস্ট্রি অফ্ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট,
রাইটার্স বিল্ডিং, কোলকাতা–৭০০০০১

২। সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ্ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট,
রাইটার্স বিল্ডিং, কোলকাতা–৭০০০০১

৩। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ্ হেল্থ সার্ভিসেস, মিনিস্ট্রি অফ্ হেল্থ,
স্বাস্থ্য ভবন, জি. এন. - ২৯, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

৪। সাংসদ

৫। বিধায়ক

৬। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট

৭। সাব ডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট

৮। কমিশনার অফ্ পুলিশ

ব্রেস্টফীডিং প্রোমোশন নেটওয়ার্ক অফ্ ইন্ডিয়া (বিপিএনআই)
বিপি- ৩৩, পিতমপুরা দিল্লি-১১০০৮৮ কর্তৃক প্রচারিত
বঙ্গানুবাদ: ডা: কমলেন্দু চক্রবর্তী